বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য তা কিরূপে বুঝব ?

আগে হোক আর পরেই হোক প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান একটি প্রশ্নের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকেন—আর তো হলো "তুমি কিরূপে জান যে বাইবেল সত্য ?"

এটা কোন নতুন প্রশ্ন নয়। মানব জাতির জীবনে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ করা নিয়ে। সাপের বেশধারী দিয়াবল হবাকে বলেছিল, "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন.....?" (আদি ৩ ঃ ১ পদ দেখুন।) দিয়াবল আজও আমাদের মনে সেই একই সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে চায়। "ঈশ্বর কি সত্য এই কথা বলেছেন ?"

ঈশ্বরের বাক্যই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। প্রান্তরে যীশু যখন পরীক্ষিত হয়েছিলেন তখন এই ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যেই তিনি শত্রুকে পরাজিত করেছিলেন। যারা ভয় ও সন্দেহের মধ্যে দিন'কাটাচ্ছে তাদের সাহায্য করবার

জন্য আমরা ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করি। সঠিক পথ জানবার জন্য যারা আমাদের কাছে আসে, ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যেই আমরা তাদের পথ বলে দেই। "বিশ্বাসী হিসাবে তোমাদের আশা-ভরসা সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে তাকে উত্তর দেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থেকো। কিন্তু এই উত্তর ... ...নম্রতা ও ভক্তির সঙ্গে দিও" (১ পিতর ৩ঃ ১৫-১৬ পদ)।

আগের দু'টি পাঠে আমরা বাইবেলের বইগুলির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি। বাইবেলকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি কেন, এখন এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করি।

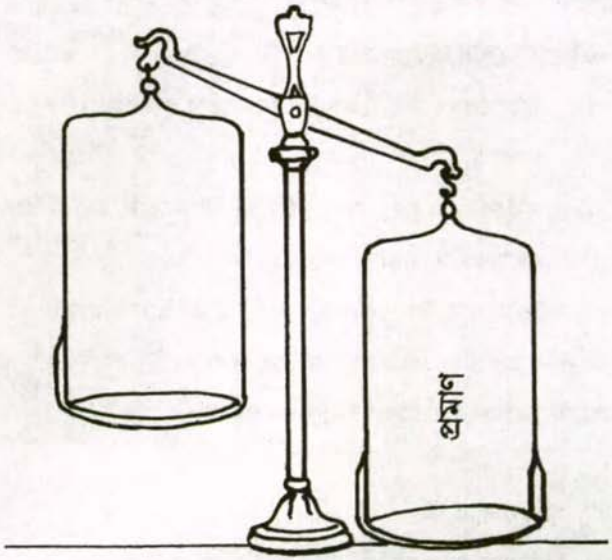

এই পাঠে আপনি পড়বেন ঃ

শাস্ত্রের বিভিন্ন ফল বা প্রভাব।
বিভিন্নতা এবং একতা।
শাস্ত্র-লিপির নির্ভুলতা।
শাস্ত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কার।
শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ ।
শাস্ত্রের লেখক ।
ভাববাণীর পূর্ণতা ।
অবিকৃতভাবে বাইবেলের অস্তিত্ব রক্ষা ।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি...

- বাইবেল যে সত্যই ঈশ্বরের বাক্য তার কারণগুলি বলতে পারবেন।
- বাইবেল যে সত্য, আর এই সত্য আপনার নিজের জীবনে প্রযোজ্য, তা বুঝতে পারেন।

বাইবেল যে ঈশ্বরের সত্য বাক্য তার অনেক প্রমাণ বা নিদর্শন আছে। আমরা এখানে এর নয়টি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এইগুলি নীচে দেওয়া হল ঃ

ফলাফল
বিভিন্নতা এবং একতা
নির্ভুলতা
আবিষ্কার
উৎকর্ষ
লেখক
ভাববাণীর পূর্ণতা
সাম্ভব্যতার পরীক্ষা
অস্তিত্ব রক্ষা

বাইবেলের বিভিন্ন ফল বা প্রভাব ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বাইবেলের যে প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ হয়েছে তা এটাই প্রমাণ করে যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য—এই বিষয়টি জেনে নেওয়া।

বাইবেলে যে সব অলৌকিক কাজ সাধন হয়েছে তার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, বাইবেল ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। বাইবেলের প্রতিশ্রুতিগুলির পূর্ণতা প্রমাণ করে যে এগুলি সত্য বিশ্বাসযোগ্য।

ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করে অলৌকিকভাবে সুস্থ হওয়া, নেশা ও মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ, মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এবং প্রার্থনার অগণিত উত্তর, ইত্যাদি প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই বাইবেলে এই সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

একবার এক নাস্তিক (যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না) একজন প্রচারককে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছিল। একটি শর্তের ভিত্তিতে তিনি এতে রাজী হন। শর্তটি ছিল তিনি এমন একশত লোককে হাজির করবেন যারা খ্রীষ্ট ধর্ম কিভাবে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে তার সাক্ষ্য দেবে। অনুরূপ

ভাবে নাস্তিক ব্যক্তিকে একশত লোককে হাজির করতে হবে যাদেরকে নাস্তিকবাদ কিভাবে তাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, তার সাক্ষ্য দিতে হবে। বলা বাহুল্য কোন বিতর্কই অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ সেই নাস্তিক তার শর্ত পূরণ করতে পারেনি।

ঈশ্বর বাইবেলের মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনেন, ব্যক্তি, পরিবার, এমন কি জাতির নৈতিক জীবনের মান উন্নত করেন।

বিভিন্নতা এবং একতা

লক্ষ্য ২ঃ বিভিন্নতা এবং একতা এই কথা দুটি কিভাবে পবিত্র বাইবেলের উপর প্রযোজ্য হয় বলতে পারা।

বিভিন্ন শ্রেণীর চল্লিশজন লোক বাইবেল লিখছেন—এই চিত্রটি মনে মনে কল্পনা করুন। এদের মধ্যে রয়েছেন আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত, জেলে, রাজা, কৃষক, কবি, সৈনিক, ব্যবসায়ী, মেষ পালক—প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোক। তারা প্রায় ১,৬০০ বছর ব্যাপী সময়ে এই বইগুলি লিখেছিলেন। মোশি যীশুর জন্মের ১৫০০ বছর পূর্বে তার ব্যবস্থার (আইনের) বইগুলি লিখেছিলেন, আর যোহন তার প্রকাশিত বাক্য বইটি

লিখেছেন যীশুর জন্মের ১০০ বছর পরে। বিভিন্ন স্তর ও রুচির লেখকরা বিভিন্ন বই লিখেছিলেন। এর ফলে, তাদের বইগুলির মধ্যে একতা ও মিল না থাকবারই কথা ।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল বাইবেলের বইগুলির মধ্যে একতা ও মিল রয়েছে। বিভিন্ন লেখকের লেখার মধ্যে একতা ও শিক্ষার মিল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তারা সবাই একই উৎস, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েই বাইবেলের বইগুলি লিখেছিলেন।

শাস্ত্র-লিপির নির্ভুলতা

লক্ষ্য ৩ঃ পবিত্র বাইবেল যে নির্ভুল তার দুটি প্রমাণ দিতে পারা।

বাইবেল নির্ভুল, বা সমস্ত ভুল থেকে মুক্ত । এর মানে ইতিহাসের দিক থেকে এর ঘটনাবলী, লোকজন, উল্লিখিত স্থান সমূহ, বংশাবলী, সামাজিক রীতি-নীতি এবং রাজনৈতিক বিবরণ সবই সত্য ও নির্ভুল।

মানুষের জ্ঞান বাড়বার সাথে সাথে সে তার ভুল ধারণাগুলি পরিত্যাগ করে । সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়েরও পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু বাইবেলের

কখনও কোন পরিবর্তন করা আবশ্যক হয় না। বাইবেলের লেখকরাও তাদের সময়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলির সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের পরিচালনার ফলে এদের কোন ভুলই বাইবেলে স্থান পায়নি। ঈশ্বরই বাইবেলকে সব রকম ভুল থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। বাইবেলের শিক্ষা আজও আমাদের জীবনে সমান প্রযোজ্য।

ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তি কখনও একইরূপ চিন্তা করে না, কিন্তু বাইবেলের লেখকরা যখন একই প্রসঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ধাপগুলি লিখেছেন তখন ঈশ্বর তাদের পরিচালনা দিয়েছিলেন যেন কোন প্রকার পরস্পর-বিরোধী বিবরণ লেখা না হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস লেখকরা ইচ্ছা করেই তাদের নেতা কিম্বা জাতির দোষগুলি চেপে যেতে পারেন। কিন্তু বাইবেল পক্ষপাত শূন্য ও নির্ভুল, তাতে সমস্ত বিবরণ অবিকলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।বাইবেলে লোকদের ধার্মিকতার বিবরণই দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাদের পাপ ও ব্যর্থতার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। এসব লেখা হয়েছে যেন আমরা অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করতে পারি। বাইবেলে কোন কিছু গোপন করবার চেষ্টা করা হয়নি বলে এর নির্ভুলতা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শাস্ত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কার

লক্ষ্য ঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা কিভাবে বাইবেলের নির্ভুলতা প্রমাণ করছেন তা সনাক্ত করতে পারা।

প্রত্নতত্ব বা পুরাতত্ব হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি শাখা যা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এই বিজ্ঞান এমন সব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও পুরাকীর্তি আবিস্কার করেছে যা প্রমাণ করে যে বাইবেলের বিবরণ সত্য।

উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেলের সমালোচকরা যিশাইয় ২০ ঃ ১ পদে উল্লিখিত সরগনকে রূপ কথার উপাখ্যান বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৩ সালে এক ফরাশী প্রত্নতত্ববিদ্ সরগন রাজার রাজ প্রাসাদ আবিস্কার করেছেন। যিশাইয় ২০ ঃ ১ পদে সরগনের দ্বারা পলেষ্টীয় নগর অস্‌দোদ বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সরগনের রাজ প্রাসাদের একটি দেওয়ালে এই কাহিনীর ছবি পাওয়া গেছে।

বাইবেলের ঐতিহাসিক বিবরণ পড়ে এর সমালোচকদের আর হাসবার সুযোগ নাই, কারণ এদের অনেকগুলিই বহু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ভাষাতত্ব হচ্ছে ভাষা সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞান। ব্যবহৃত শব্দ ও তাদের উচ্চারণ ভঙ্গি থেকে এই বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা কোন বিষয় কখন লেখা হয়েছিল তা বলে দিতে পারেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে ভাষাতত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ করেছেন যে বাইবেলের ভাববাণীগুলি প্রকৃত ঘটনা ঘটবার অনেক আগে লেখা হয়েছিল। মরু সাগরের গুটানো পাণ্ডুলিপি (Dead Sea Scrolls) থেকে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে হিব্রু জাতির বন্দি দশার আগেই লেখা হয়েছিল।

অন্যান্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকেও বাইবেলের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। যিহুদী জাতিকে যে স্বাস্থ্য বিধি দেওয়া হয়েছিল তা ছিল নির্ভুল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতে যদি আরও আবিষ্কারের দ্বারা বাইবেলের সত্যতা প্রমাণিত হয় তাতে বিশ্বাসীরা মোটেই আশ্চর্য হবেন না। কারণ বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, এর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যারা সন্দেহ প্রবণ, তাদের কাছে এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।

শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ

লক্ষ্য ৫ ঃ শাস্ত্রের উৎকর্ষের উদাহরণগুলি সনাক্ত করতে পারা।

যে বই সর্বজ্ঞানী, পবিত্র, ও প্রেমময় ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত নৈতিক শিক্ষার বিচারে তা যে অন্যান্য সব বই থেকে শ্রেষ্ঠ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর বাইবেল তাই বটে।

বাইবেলের গল্পগুলি এমন সহজ সরলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে শিশুরা তা পড়ে আনন্দ পায়। আবার এর সত্যগুলি এতই গভীর যে বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আপনি যদি একশো বারও বাইবেল পড়েন তবু প্রতিবারই এমন নতুন কিছু পাবেনই যা এর আগের বারে আপনি দেখেননি। ঈশ্বর তাঁর বইটির মাধ্যমে আপনার সাথে কথা চালিয়ে যান।

মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আইন বা বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, তা তখনকার সময়ে প্রচলিত যে কোন আইন থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। পরবর্তীকালে অনেক দেশ মোশির এই

সুপ্রাচীন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তাদের সংবিধান রচনা করেছিল।

বাইবেলের সাহিত্যগত উৎকর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন। এর হিতোপদেশের শিক্ষামালা, গীতসংহিতার উচ্চাঙ্গ গান এবং এর ইতিহাসের সততার জন্য আজও তা লোকদের কাছে সমাদৃত ও উত্তম সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত।

বাইবেলের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের দ্বারা উৎপন্ন যে কোন বিষয় থেকে এতই বেশী যে আমরা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি যে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।

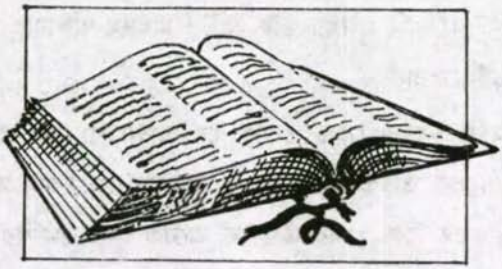

বাইবেলের লেখক

লক্ষ্য ৬ ঃ ঈশ্বরই যে বাইবেলের প্রকৃত লেখক সে সম্বন্ধে বাইবেল থেকে এর প্রমাণ সনাক্ত করতে পারা।

কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বইয়ে যদি এর লেখকের নাম দেওয়া থাকে, তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে তিনিই এর লেখক। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরই এর প্রকৃত লেখক, আর কিভাবে তিনি বাইবেল দিয়েছিলেন তাও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ তীমতিয় ৩ ঃ ১৬ পদে লেখা আছে, "পবিত্র শাস্ত্রে প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনাদান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।"

ভাববাণীর পূর্ণতা

লক্ষ্য ৭ ঃ ভাববাণীগুলি কিভাবে দেওয়া হয়েছিল তার একটি পথ এবং সেগুলি সত্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কিনা তা নির্ণয়ের শর্তগুলি সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের ভাববাদীরা বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান পতন,

যিরুশালেমের ধ্বংস ও পুনঃনির্মাণ এবং অন্যান্য ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী চলমান ছবির মতই দেখতে পেয়েছিলেন, এবং তার বর্ণনাও করেছেন। তারা এই যে সব বিষয় দেখেছেন ও বর্ণনা করেছেন তা ছিল ভাববাণী অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে তার বর্ণনা। ভাববাণীগুলির পরিপূর্ণতাই প্রমাণ করে যে সেগুলি ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট।

ভাববাণী যে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট, এর পূর্ণতাই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। বাইবেলের ভাববাদীরা ছিলেন উৎসর্গ প্রাণ লেখক। ভবিষ্যৎ বলবার জন্য তারা কখনও টাকা-পয়সা নিতেন না। লোকদের উদ্দেশ্যে তারা যেসব ভাববাণী বলেছেন সেগুলির অধিকাংশই ছিল পাপ পথে চলবার শাস্তির বিষয়ে সতর্কীকরণ। তবে এমন প্রতিশ্রুতির কথাও তারা বলেছেন যে লোকেরা যদি ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসে তবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। তাদের এই ভাববাণীগুলি সত্য হয়েছিল।

বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য ভাববাণীগুলি তারই প্রমাণ। কারণ সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, তাছাড়া সেগুলি সর্বদাই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবার ও তাঁর সাথে এক ঘনিষ্ঠ সহভাগিতার আহ্বান জানিয়েছে।

সম্ভাব্যতার পরীক্ষা

লক্ষ্য ৮ ঃ বাইবেল ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট (বা অনুপ্রাণিত) বলে বিশ্বাস করবার কারণগুলি সনাক্ত করতে পারা।

কোন কাজ কে করেছে তা জানবার একটা উপায় হল সব সম্ভাবনাগুলি পরীক্ষা করে যাদের সম্ভাবনা কম তাদের বাদ দেওয়া। বাইবেলের লেখক কে হতে পারেন তার তিনটি সম্ভাবনা আছে।

১। ভাল, মন্দ, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চক লোকেরা তাদের নিজেদের ধারণা ও মতামত লিখেছেন।

২। শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরা।

৩। ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরা।

বাইবেলের লেখকরা বলেন যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই লিখেছেন। সৎ ও সাধু লোকেরা একথা বলতেন না যদি তারা জানতেন যে তা সত্য নয়। তারা প্রতারিত ও ভুল পথে চালিত হলেই এরূপ বলতেন। কিন্তু বাইবেলের যে অতুলনীয় প্রজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব, ও নির্ভুলতা আমরা দেখতে পাই তা, বিকার প্রাপ্ত আত্ম প্রবঞ্চক লোকদের দ্বারা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে বাইবেলে যে সুউচ্চ আদর্শ ও গৌরবময় শিক্ষা

রয়েছে পাপী মানুষের পক্ষে তা লেখা সম্ভব নয়; কিম্বা বাইবেলে যেমন আছে তেমনিভাবে তারা নিজেদের পাপের জন্য নিজেদের দোষ দিতে পারতেন না।

মানুষ নির্ভুল ভাবে তার ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। তাই ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা ছাড়া ভাববাদীরা নিজে থেকেই ভাববাণী বলেছিলেন এমনটি হতেই পারে না। বাইবেলের ভাববাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, তাই ভাল, মন্দ, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চক লোকেরা তাদের নিজ ধারণা লিখেছেন এমন কোন সম্ভাবনাই নেই।

বাইবেলে মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শয়তানের নিন্দা করা হয়েছে। শয়তানের চূড়ান্ত পরাজয় ও শাস্তির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। শয়তান বাইবেল লিখবার অনুপ্রেরণা দিতে পারত না, কারণ বাইবেলে যেমন আছে তেমনিভাবে সে ভালর পক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে কথা বলত না।

যুক্তি সংগতভাবেই অন্য সব সম্ভাবনাগুলি বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরাই বাইবেলের লেখক ছিলেন।

অবিকৃতভাবে বাইবেলের অস্তিত্ব রক্ষা

লক্ষ্য ৯ ঃ সময় সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি বাইবেলের সত্যতা প্রমাণ করে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের কোন কোন অংশ কমপক্ষে ৩,৫০০ বছরের পুরানো। সবচেয়ে নতুন অংশগুলিও প্রায় ১,৯০০ বছরের পুরানো। বাইবেল যে আজও অবিকৃতভাবে এর অস্তিত্ব রক্ষা করছে তা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই তাঁর বাক্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সময় হচ্ছে অধিকাংশ বইয়ের চরম শত্রু। সময়ের সাথে সাথে সেগুলি সেকেলে, বা বর্তমানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে ও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বাইবেল অতি প্রাচীন হলেও বিংশ শতাব্দির সমস্যাবলীর সমাধান আমরা এর মধ্যে খুঁজে পাই। বাইবেল আজও সবচেয়ে জনপ্রিয় একখানি আধুনিক বই। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে বাইবেল সত্য ও ঈশ্বরের বাক্য, এবং তা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভল্টায়ার নামে একজন ফরাশী লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করে

বলেছিলেন যে ১০০ বছরের মধ্যে তার লেখা পৃথিবীর সব জায়গায় পাঠ করা হবে আর বাইবেলের স্থান হবে যাদুঘরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশী লোকে আজ বাইবেল পাঠ করে।

যেরূপ যত্ন ও সাবধানতার সাথে বাইবেল অনুলিপি অনুবাদ, ও ছাপানো হয়েছে আর কোন বইয়ের ক্ষেত্রেই তেমনটি হয়নি। প্রাচীনকালে যখন কোন ছাপাখানা ছিল না তখন অনুলিপি প্রস্তুতকারীরা যদি সামান্য একটামাত্র ভুল করতেন তাহলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাটি ফেলে দিয়ে তা আবারও লিখতেন। আজ বাইবেলের প্রতিটি অনুবাদ ও তা ছাপানোর ব্যাপারে অনেক পণ্ডিত লোকেরা কাজ করছেন এবং তা যাতে নির্ভুল হয় সে জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছেন।

কোন কোন রাজা তাদের রাজ্য থেকে প্রতিটি বাইবেল ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছেন এবং এর পাঠকদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। সমালোচকরা বাইবেলের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এত শত্রুতা সত্বেও বাইবেল আজও সগৌরবে ও অবিকৃতভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করছে। প্রথম পিতর ১ঃ ২৪-২৫ পদে লেখা আছে "মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের

ফুলের মতই তার যত সৌন্দর্য।... কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল থাকে।"

অভিনন্দন

আপনি এই পাঠ্য বিষয়টি শেষ করেছেন। আশা করি এ থেকে আপনি অনেক উপকার লাভ করেছেন। আপনার উত্তর পত্রটি পূরণ করে আই-সি-আই অফিসে পাঠিয়ে দিন। আপনার উত্তরপত্র পেলেই সেগুলি দেখে আমরা আপনাকে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেব।